কলকাতার উচ্চ আদালতে
সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার
আপিল সাইড

আগে: মাননীয় বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য

২০০৮ সালের ডবলুপিএ ৮৫৮০

বিকাশ সরকার
বনাম
ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যরা

আবেদনকারীর জন্য :
শ্রী শুভ্র প্রকাশ লাহিড়ী, মিঃ রাজেশ নস্কর, কুমারী তিথি মজুমদার ..... উকিল
ভারতের ইউনিয়নের জন্য : মিঃ রাহুল সরকার, কুমারী দীপিকা সরকার ..... উকিল
উপর সংরক্ষিত : ২২.০৯.২০২৩
উপর রায় : ২২.১২.২০২৩

মহামান্য বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য:-

রিট আবেদনকারী এই রিট পিটিশন দাখিল করে চার্জশিট, ৩১.০৩ .২০০৮ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন এবং ২৮.০৪.২০০৮ তারিখের শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের আদেশ বাতিলের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

রিট আবেদনকারী যখন সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সে কনস্টেবল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন (সংক্ষেপে "সিআইএসএফ") এবং সিআইএসএফ ইউনিট, ফারাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্ট, ফারাক্কা-তে কর্মরত ছিলেন, তখন ২২.১০.২০০৭ তারিখের চার্জের একটি স্মারকলিপি জারি করা হয়েছিল যার মাধ্যমে আবেদনকারী নিম্নলিখিত অসদাচরণ সঙ্গে অভিযুক্ত করা হয়।

i) ১২.১০.২০০৭-এ বিকাল ৫ টায়, আবেদনকারী, যখন তিনি বাঁশলোই আউট-পোস্টে নিযুক্ত ছিলেন, অভিযোগ করা হয়েছে যে একজন এন পি লস্কর, এএসআই-এর সাথে দুর্ব্যবহার করেছিলেন এবং তিনি তার বাম কানে এবং তার মাথার খুলির পিছনে আঘাত পেয়েছিলেন। অতএব, একজন সিনিয়রের সাথে দুর্ব্যবহার ও লাঞ্ছিত করার মাধ্যমে, আবেদনকারী একটি চরম শৃঙ্খলাভঙ্গ ও অসদাচরণ করেছে।

ii) ১২.১০.২০০৭ তারিখে, বিকাল ৫ টার মধ্যে এবং সন্ধ্যা ৬টা, যখন তিনি বাঁশলোই ফাঁড়িতে মোতায়েন ছিলেন, তিনি এএসআই লস্করকে হত্যার হুমকি দেন, যিনি পোস্ট কমান্ডার ছিলেন, একজন বি.এন. সৌমন্ডল এবং একজন এম উন্নীকৃষ্ণন একটি হাসুয়া ধরে রেখেছেন, যা মদের প্রভাবে অভিযুক্ত একটি ধারালো অস্ত্র।

আবেদনকারী অভিযোগের স্মারকলিপিতে তার জবাব জমা দিয়েছেন। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তের জন্য একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছিল। তদন্ত কর্মকর্তা ৩১.০৩.২০০৮ তারিখে তার প্রতিবেদন দাখিল করেন। উল্লিখিত প্রতিবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা উপসংহারে পৌঁছেছেন যে প্রথম অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তা উপসংহারে পৌঁছেছেন যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি মদের প্রভাবে এনপি লস্করকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন এবং বিএন সৌমন্ডলকে "হাসুয়া" ধারণ করাও প্রমাণিত হয়েছিল।

তারপরে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ২৮.০৪.২০০৮ তারিখের একটি আদেশ পাস করে যা অবিলম্বে কার্যকরীভাবে আবেদনকারীকে "পরিষেবা থেকে অপসারণের" শাস্তি প্রদান করে৷

চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তি প্রদানকারী শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে, আবেদনকারী তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশন দায়ের করে এই আদালতের দ্বারস্থ হন।

মিঃ শুভ্র প্রকাশ লাহিড়ী, বিজ্ঞ আইনজীবী রিট আবেদনকারীর সমর্থনে উপস্থিত হয়ে দাখিল করেছেন যে শাস্তির আদেশটি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ হিসাবে কমান্ড্যান্ট দ্বারা পাস হয়েছিল। সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স রুলস, ২০০১ এর বিধি ৩৪ (ii) উল্লেখ করে (সংক্ষেপে "২০০১ এর নিয়ম") তফসীল। এর সাথে পঠিত, মিঃ লাহিড়ী যুক্তি দিয়েছিলেন যে কমান্ড্যান্ট শাস্তিমূলক কার্যক্রম শুরু করতে এবং শাস্তির আদেশটি পাস করতে সক্ষম নন। তিনি আরও দাবি করেছেন যে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার সময় কর্তৃপক্ষ প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতির চরম লঙ্ঘন করেছে। তিনি আরও দাখিল করেছেন যে ২০০১ সালের ৩৬ বিধির উপ-বিধি ১৯(১) শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার সময়ও লঙ্ঘন করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন যে তদন্ত কর্মকর্তা প্রমাণের সঠিক মূল্যায়ন না করেই ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

বিপরীতে, মিসেস সরকার শিখেছেন যে ভারতের ইউনিয়নের পক্ষে উপস্থিত হওয়া আইনজীবী মিঃ লাহিড়ীর উত্থাপিত বিবাদগুলিকে গুরুত্বের সাথে বিতর্কিত করেছেন।তিনি দাখিল করেন যে কমান্ড্যান্ট শাস্তিমূলক কার্যক্রম শুরু করতে এবং শাস্তির আদেশ পাস করতে সক্ষম। তিনি আরও দাখিল করেছেন যে তদন্ত কার্যক্রম প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি অনুসরণ করে পরিচালিত হয়েছিল। তিনি দাখিল করেছেন যে তদন্ত প্রতিবেদন এবং রেকর্ডে থাকা অন্যান্য উপকরণ বিবেচনা করার পরে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তদন্ত কর্মকর্তার ফলাফলের সাথে সম্পূর্ণরূপে একমত। তিনি দাখিল করেছেন যে যেহেতু আবেদনকারীর দ্বারা সংঘটিত অপরাধটি প্রকৃতিতে অত্যন্ত গুরুতর, তাই শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে পরিষেবা থেকে অপসারণের শাস্তি আরোপ করেছে। তিনি জমা দিয়ে উপসংহারে পৌঁছেছেন যে তাৎক্ষণিক রিট পিটিশনটি খারিজ হতে দায়বদ্ধ।

পক্ষগুলির জন্য বিজ্ঞ আইনজীবীদের কথা শুনেছেন এবং স্থাপিত উপকরণগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন।

বাস্তবিক দিকটিতে প্রবেশ করার আগে ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্য বনাম পি গুনাসেকারন (২০১৫) ২ এসসিসি ৬১০-এ রিপোর্ট করা মামলার ক্ষেত্রে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট তার রায়ে দেওয়া আইনের প্রস্তাবটিকে পুনর্নির্মাণ করা উপকারী হবে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে হাইকোর্টের এখতিয়ার তত্ত্বাবধায়ক এক এবং হাইকোর্ট প্রথম আপিলের দ্বিতীয় আদালত হিসাবে কাজ করতে পারে না এবং তদন্ত কর্তৃপক্ষের ফলাফলগুলিকে পরিবর্তন করার জন্য একটি শাস্তিমূলক কার্যধারায় যোগ করা প্রমাণগুলির পুনঃপ্রীতি করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত নয়। ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬/২২৭ এর অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট শুধুমাত্র দেখতে পারে কিনা-

"এ। তদন্ত একটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়;

বি। তদন্ত সেই পক্ষে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হয়;

সি।কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন হয়েছে;

ডি। কর্তৃপক্ষ মামলার প্রমাণ এবং যোগ্যতার বাইরে কিছু বিবেচনা করে একটি ন্যায্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে নিজেদেরকে অক্ষম করেছে;
ই। কর্তৃপক্ষ অপ্রাসঙ্গিক বা বহিরাগত বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার অনুমতি দিয়েছে;
এফ। উপসংহারটি, এটির একেবারে মুখে, এতটাই স্বেচ্ছাচারী এবং কৌতুকপূর্ণ যে কোনও যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি কখনও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি;
জি । শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ভুলভাবে গ্রহণযোগ্য এবং বস্তুগত প্রমাণ স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়েছে;
এইচ। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ভুলভাবে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণ স্বীকার করেছিল যা অনুসন্ধানকে প্রভাবিত করেছিল;
i. সত্যের সন্ধান কোন প্রমাণের ভিত্তিতে নয়।
মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট অবশ্য সতর্কতা অবলম্বন করে পর্যবেক্ষণ করেছে যে হাইকোর্ট -
i) প্রমাণের পুনরায় প্রশংসা করা;

(ii) তদন্তের উপসংহারে হস্তক্ষেপ করা, যদি এটি আইন অনুসারে পরিচালিত হয়;

(iii) প্রমাণের পর্যাপ্ততার মধ্যে যান;

(iv) প্রমাণের নির্ভরযোগ্যতার মধ্যে যান;

(v) হস্তক্ষেপ করুন, যদি কিছু আইনি প্রমাণ থাকে যার ভিত্তিতে অনুসন্ধানগুলি ভিত্তি করে করা যেতে পারে।

(vi) সত্যের ভুল যতই গুরুতর মনে হোক না কেন তা সংশোধন করুন;

(vii) শাস্তির সমানুপাতিকতায় যান যদি না এটি তার বিবেককে ধাক্কা দেয়।"

বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগে হস্তক্ষেপের সীমিত সুযোগের কথা মাথায় রেখে, এই আদালত এখন সিদ্ধান্ত নিতে এগিয়ে যাবে যে রিট পিটিশনকারী শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের সাথে হস্তক্ষেপের জন্য কোন ভিত্তি তৈরি করেছেন কিনা।

রিট আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে কমান্ড্যান্টের শাস্তিমূলক কার্যক্রম শুরু করার এবং শাস্তির আদেশ দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যেহেতু এখতিয়ারের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, তাই এই আদালত অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একই সিদ্ধান্ত নেবে।

২০০১ এ বিধির ৩২(১) বিধিতে বলা হয়েছে যে কোনো বিশেষ শাস্তি আরোপের উদ্দেশ্যে বাহিনীর একজন নথিভুক্ত সদস্যের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ অথবা কোনো শাস্তিমূলক আদেশ পাশ করা হবে তফসিল I-এর পক্ষ থেকে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ যার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে নথিভুক্ত সদস্য পরিবেশন করছেন এবং এই ধরনের কর্তৃপক্ষের থেকে উর্ধ্বে উল্লিখিত তফসিলে উল্লিখিত কোনো কর্তৃপক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

কমান্ড্যান্ট শাস্তিমূলক কার্যক্রম শুরু করতে এবং চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তির আদেশ পাস করতে সক্ষম কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য, ২০০১ বিধির ৩২ বিধির অধীনে তফসিল I নোট করা প্রাসঙ্গিক হবে।

শৃঙ্খলামূলক কর্তৃপক্ষের তফসিল এবং বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন শ্রেণী এবং গ্রেড এবং পদমর্যাদার বিষয়ে বিভিন্ন শৃঙ্খলা আদেশ পাস করার তাদের ক্ষমতা তফসিল ১-এ একটি সারণী আকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

তফসিল ১, শৃঙ্খলা আদেশের প্রকৃতি কলাম ২ এর অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে। ৩ থেকে ৪ নং কলামের অধীনে শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ এবং তাদের ক্ষমতার পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। কলাম ৬ ডিসিপ্লিনারি কর্তৃপক্ষ যেমন সিনিয়র কমান্ড্যান্ট/কমান্ড্যান্টের সাথে সম্পর্কিত। কলাম ৬-এ "সিনিয়র কমান্ড্যান্ট" অভিব্যক্তিটি ৩১ .০৭ . ২০০৭ তারিখের জিএসআর ৫৩৩ (ই) দ্বারা সন্নিবেশ করা হয়েছে (০৩.০৮. ২০০৭ থেকে)।

"অপসারণের" শাস্তি সিরিয়াল নং ৩ এর অধীনে পড়ে। তফসিল ১ থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে উপ-পরিদর্শক এবং পরিদর্শক ব্যতীত বাহিনীর সকল সদস্যের ক্ষেত্রে সিনিয়র কমান্ড্যান্ট বা কমান্ড্যান্ট কর্তৃক অপসারণের শাস্তি পাস হতে পারে।

তফসিল ১ থেকে এটা স্পষ্ট যে শৃঙ্খলামূলক কর্তৃপক্ষ হিসাবে সিনিয়র কমান্ড্যান্ট/কমান্ড্যান্টের সাব-ইন্সপেক্টর এবং ইন্সপেক্টর ব্যতীত বাহিনীর সমস্ত নথিভুক্ত সদস্যদের ক্ষেত্রে অপসারণের শাস্তি আরোপের ক্ষমতা রয়েছে। যেহেতু আবেদনকারী প্রাসঙ্গিক সময়ে একজন কনস্টেবল ছিলেন তাই কমান্ড্যান্ট শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করতে এবং চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তির আদেশ পাস করতে সক্ষম ছিলেন। এটি আবেদনকারীর ক্ষেত্রে নয় যে তিনি কমান্ড্যান্টের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে নন।

এই আদালত তাই বিবেচনা করে যে শাস্তিমূলক কার্যধারাটি এমন একটি কর্তৃপক্ষ দ্বারা শুরু হয়েছিল যিনি এই ধরনের কার্যক্রম শুরু করতে এবং অপসারণের আদেশ পাস করতে সক্ষম ছিলেন।

রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি দেখার পরে এটি স্পষ্ট হয় যে আবেদনকারী অভিযুক্ত কর্মকর্তা হিসাবে ২৪ .১০.২০০৭ তারিখের চার্জ মেমোরেন্ডাম পেয়েছেন এবং তিনি ২০ .১১ .২০০৭ তারিখে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের লিখিত দাখিল করেছেন। তদন্ত কর্মকর্তা তার ৩১.০৩ . ২০০৮ তারিখের প্রতিবেদনে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার মামলা রক্ষার জন্য কোনো প্রতিরক্ষা সহায়তার নাম দেননি।

তদন্ত প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করার পর এই আদালত দেখতে পায় যে এটি একটি বিশদ প্রতিবেদন। তদন্ত কর্মকর্তা তার প্রতিবেদনে প্রসিকিউশনের সাক্ষীদের সাক্ষ্যের পাশাপাশি অভিযুক্ত কর্মকর্তার সাক্ষ্য-প্রমাণও নোট করেছেন। প্রদর্শিত নথিগুলিও তদন্ত কর্মকর্তা দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়েছিল। তদন্ত কর্মকর্তা উপস্থাপনকারী কর্মকর্তার দাখিল এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাবও নোট করেন। তদন্ত কর্মকর্তা আরও উল্লেখ করেছেন যে প্রাথমিক শুনানির সময় অভিযুক্ত কর্মকর্তা আংশিকভাবে দোষ স্বীকার করেছেন।

রেকর্ড থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে এখানে অভিযুক্ত কর্মকর্তা/পিটিশনকারী প্রসিকিউশনের সাক্ষীদের জেরা করার সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও তাদের জেরা করতে অস্বীকার করেছেন।

তদন্ত কর্মকর্তা রেকর্ডে প্রমাণ মূল্যায়ন করার পর, তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সমর্থনে যুক্তিযুক্ত কারণ বরাদ্দ করেছেন। তদন্ত কর্মকর্তা উপসংহারে পৌঁছেছেন যে আবেদনকারীকে ইউনিটের বাঁশলোই ফাঁড়িতে মোতায়েন করার সময় তিনি এনপি লস্করের (পোস্ট কমান্ডার) সাথে দুর্ব্যবহার করেছিলেন এবং মদের প্রভাবে তাকে লাঞ্ছিত করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ এনপি লস্কর তার বাম কানে আঘাত পেয়েছিলেন এবং তার মাথার খুলির পিছনে। তদন্ত কর্মকর্তা পর্যবেক্ষণ করেছেন যে একজন সিনিয়রের সাথে দুর্ব্যবহার এবং লাঞ্ছিত করার মাধ্যমে, আবেদনকারী একটি চরম শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং অসদাচরণ করেছে। তদন্ত কর্মকর্তা পর্যবেক্ষণ করেছেন যে আবেদনকারীর প্রথম অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অভিযোগের ক্ষেত্রে, তদন্ত কর্মকর্তা রেকর্ড করেছেন যে আবেদনকারী, যখন তিনি ইউনিটের বাঁশলোই ফাঁড়িতে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি এনপি লস্করকে হত্যার হুমকি দিয়েছিলেন এবং বিএন সৌমন্ডল মদের প্রভাবে একটি "হাসুয়া" (একটি ধারালো অস্ত্র) ধারণ করে। তদন্ত কর্মকর্তার মতে, দ্বিতীয় অভিযোগটি কেবলমাত্র সেই পরিমাণে প্রমাণিত হয়েছিল।

তদন্ত প্রতিবেদনটি একটি যুক্তিযুক্ত।

শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ সাক্ষী-১, সাক্ষী – ২, সাক্ষী - ৩ এর বিবৃতি বিবেচনা করার পরে যে অভিযুক্ত আধিকারিক মদের প্রভাবে ছিলেন এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট এবং সেইসাথে অভিযুক্ত আধিকারিকের স্বীকারোক্তি যে তিনি একটি ধাক্কা দিয়েছিলেন এনপি লস্কর যার কারণে তিনি মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলেন, সেখানে পৌঁছেন যে এনপি লস্কর অভিযুক্ত কর্মকর্তার আক্রমণের কারণে আহত হয়েছেন। একটি পুরানো আঘাত সম্পর্কে এফবিপি দ্বারা জারি করা মেডিকেল সার্টিফিকেটের কথিত অসঙ্গতির বিষয়ে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে যে এন পি লস্কর ১২ .১০ .২০০৭ তারিখে আঘাত পেয়েছিলেন এবং তিনি ১২.১০ .২০০৭ তারিখে একটি স্থানীয় ডাক্তারের কাছ থেকে চিকিৎসা নেন এবং তারপরে ফাঁড়ির কাছে যান এফবিপি হাসপাতাল পরের দিন অর্থাৎ ১৩.১০ .২০০৭ তারিখে এবং তাই, অভিযুক্ত কর্মকর্তার এই ধরনের অভিযোগ যথাযথভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।
শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ প্রসিকিউশনের সাক্ষী এবং অভিযুক্ত আধিকারিক দ্বারা উত্থাপিত প্রমাণগুলি বিবেচনায় নেওয়ার পরে বলেছিল যে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে অভিযুক্ত কর্মকর্তা এন পি লস্করকে হত্যার হুমকি দিয়েছিলেন এবং বি এন সৌমন্ডল মদের প্রভাবে হাসুয়া (একটি ধারালো অস্ত্র) ধারণ করে। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ অবশ্য পর্যবেক্ষণ করেছে যে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি এমকে হত্যার হুমকি দিয়েছেন। অপর্যাপ্ত প্রমাণের কারণে উন্নীকৃষ্ণনকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি।

তদন্ত প্রতিবেদনের পাশাপাশি প্রসিকিউশন সাক্ষী এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার দ্বারা উত্পাদিত প্রমাণগুলি বিবেচনা করার পরে শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ একটি বিশদ আদেশ পাস করে এই সিদ্ধান্তে যে শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ তদন্ত কর্মকর্তার ফলাফলের সাথে সম্পূর্ণ একমত। শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া চলাকালীন যথাযথভাবে প্রমাণিত অভিযোগের মাধ্যাকর্ষণ বিবেচনা করার পর শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ ফোর্স ডিসিপ্লিনের সর্বোত্তম স্বার্থে আবেদনকারীর উপর অবিলম্বে প্রভাব সহ অপসারণ ফর্ম পরিষেবার শাস্তি আরোপ করেছে। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের আদেশও যুক্তিযুক্ত আদেশ।

রেকর্ডে থাকা উপাদানগুলির মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে, এই আদালতে প্রতীয়মান হয় না যে বিধি ৩৬-এর উপ-বিধি ১৯(i) লঙঘন করা হয়েছে যেমন আবেদনকারীর জন্য বিজ্ঞ আইনজীবী দ্বারা অনুরোধ করা হয়েছে।

এই আদালত, তাই, বিবেচিত দৃষ্টিকোণ থেকে যে তদন্তটি সেই পক্ষে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে একটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই আদালতে প্রতীয়মান হয় না যে কার্যধারা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিমালা লঙঘন করা হয়েছে, এটাও বলা যাবে না যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের দ্বারা নথিভুক্ত ফলাফলগুলি কোনও প্রমাণের ভিত্তিতে নয়। এই আদালতের মনে, তদন্ত কর্মকর্তা এবং শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধান কিছু আইনি প্রমাণের উপর ভিত্তি করে।এটা ঠিক আছে যে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট সাক্ষ্যের পুনরায় মূল্যায়ন করবে না।

উল্লিখিত সমস্ত কারণের জন্য, এই আদালত মনে করে যে আবেদনকারী শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষের দ্বারা আরোপিত শাস্তির আদেশে হস্তক্ষেপ করার জন্য কোনও ভিত্তি তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে।তদনুসারে, রিট পিটিশন ব্যর্থ হয় এবং একইভাবে খারিজ হয়ে যায়। যাইহোক, খরচ হিসাবে কোন আদেশ হবে ন।

জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, আবেদন করা হলে, সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে দলগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

(মহামান্য বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।